লিঙ্গ সমতা ও মেয়েদের সার্বিক বিকাশে গণ আন্দোলনের মাত্রা দেবে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কর্মসূচি

Beti banchao beti padao likely to build up a movement towards gender equality, inclusive development of women

|| নন্দিতা দত্ত ||

'দুবছরের কন্যা সন্তানকে মাটি চাপা দিল পাষন্ড পিতা'-এ শুধু একটি খবর মাত্র নয়, যে কোন সুস্থ মানুষের মূর্ছা যাওয়ার মতো একটি বর্বর ঘটনা । হয়তো এই অভিসন্ত সংবাদটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিশু কন্যা থেকে নারী হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের বিরুদ্ধে বহমান যাবতীয় সামাজিক বিধি-নিষেধ, বৈষম্য ও নিগ্রহের দিনলিপির নেপথ্যে থাকা মানসিক প্রেক্ষাপট । এই দুর্গতির মানসিকতা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকার বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও নামে নতুন একটি কর্মসূচি সারা দেশ জুড়ে শুরু করেছে । এই কর্মসূচিটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সরকারী আধিকারিকরা সহ নাগরিক গোষ্টি এখন থেকে সনোগ্রাফি সেন্টারগুলোর উপর নিত্যদিন নজরদারি রাখতে পারবেন । এই নজরদারি রাখা হবে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণে কোন পরীক্ষা হলো কিনা তা দেখার জন্য । যে কোন প্যাথলজিতে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা নিষিদ্ধ হলেও কঠোর নজরদারির অভাবে তা হয়েই চলেছে সারা দেশে । ফলে বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশই মনে করছেন, লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে আগামীদিনে এটা একটা বড় হাতিয়ার হয়ে উঠবে । কন্যা সন্তানের জন্ম নেবার আগে মাতৃগর্ভে থাকা কালেই তাঁকে হত্যা করার দুর্মতি এবার হয়ত বন্ধ হবে । আরো আশার কথা, এই কর্মসূচিটি সারা দেশের প্রথম ১০০ জেলার মধ্যে ত্রিপুরার গোমতি ও দক্ষিণ জেলায়ও শুরু হতে চলেছে । এর প্রাথমিক প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি চালু হলেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকও অংশীদার হিসেবে রয়েছে । বস্তুতই এর রূপায়ন হবে তিন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে । রাজ্যস্তরেও সংশ্লিষ্ট তিন ক্ষেত্রের তিন দফতর-ই এই কর্মসূচি পরিচালনা করবে । এর মূল লক্ষ্য কন্যা শিশু জন্মানোর অধিকারের সুরক্ষা এবং তার জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা । পাশাপাশি শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগের বিস্তার ঘটিয়ে কন্যা শিশুর সার্বিক ক্ষমতায়নের উপরও পদক্ষেপ রয়েছে এই কর্মসূচিতে ।

মেয়েদের জন্য গৃহীত অন্য কর্মসূচিগুলো থেকে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কর্মসূচি প্রকৃতিগতভাবেই একেবারে স্বতন্ত্র। এর প্রধান কারণ, এ কর্মসূচিতে প্রাধান্য দেওয়া ও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

সচেতনতামূলক কর্মকান্ড বিস্তার ও বৈষম্যমূলক আচরনের বিরুদ্ধে নজরদারি রাখার উপর । আশার কথা, নতুন কর্মসূচিটি চালু হলেও কন্যা সন্তানের জন্ম, পুষ্টি নির্বাহ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষার বৃত্তি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অন্য কর্মসূচিগুলো অব্যাহত থাকে এবং চলতি কর্মসুচিগুলোকে তা অতিরিক্ত মদত যোগাবে । সম্প্রতিকলে, মেয়েদের সক্ষমতা বাড়াতে ও তাদের সুরক্ষায় আরো দুটি কর্মসূচি সরকার চালু করেছে, যেমন সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা । যার মাধ্যমে অনুর্ধ ১০ বছর বয়সী মেয়ের জন্য তার মা-বাবা বছরে ১০০০ - ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলতে পারবেন ১৪ বছরের জন্য, এবং এর সুবাদে ব্যাঙ্ক সুদ দেবে ৯.১-৯.২ % । তেমনি, নিগৃহীত মহিলাদের জন্য পুলিশী সাহায্য, স্বাস্থ্য সেবা থেকে শুরু করে মনো-চিকিৎসা ও আশ্রয় ও পরামর্শ দান মূলক 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' নাম একটি প্রকল্প চালু হচ্ছে দেশের ৬৬০ জেলায় ।

এর পরও সংশয় থেকে যায় মেয়েদের-নারীদের সুরক্ষা নিয়ে, কেননা আমাদের সমাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের শুরু শিশুটি যখন গর্ভাবস্থায় তখন থেকেই । ২০১১-র জনগননা অনুযায়ী দেশে ০-৬ বছর পর্যন্ত প্রতি হাজার ছেলের সাপেক্ষে মেয়ের সংখ্যা ৯১৮ যা ২০০১ সালে ছিল ৯২৭। এই ক্রমাবনতির ঝোঁক আটকাতে দেশ জুড়ে কর্মসূচি গ্রহণ করায় ২০১৫ এর মধ্যেই সামান্য উন্নতি লক্ষ্যনীয় । ২০১৫-র প্রথম দিকের হিসেব অনুযায়ী ০-৬ বছর বয়সী ১০০০ পুরুষ শিশুর সাপেক্ষে কন্যা সন্তানের সংখ্যা ৯৪৩ । কয়েকটি রাজ্যে পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি যেমন হয়নি তেমনি ত্রিপুরার মতো দু-একটি রাজ্য উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে । কেননা, ত্রিপুরায় এই হার হাজারে ৯৬১ ।

কন্যা সন্তানের সংখ্যা হ্রাসে সমাজের ভারসাম্যই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এর কু-প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। এই সমস্যার সমাধানেই গনসচেতনতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি রূপায়নে চিহ্নিত করা হয়েছে এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া দেশের একশটি জেলাকে। এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পূর্বতন দক্ষিণ জেলা – এখনকার দক্ষিণ ও গোমতি জেলা । 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কর্মসূচী রূপায়নে বহুক্ষেত্রীক অভিমুখ, গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও ব্যাপক মানুষকে একত্রিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। লিঙ্গানুপাত বৃদ্ধিতে প্রতি বছর ১০ পয়েন্ট করে উন্নতির লক্ষমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে । তেমনি অনুর্দ্ধ পাঁচ বছর বয়সী শিশু কন্যাদের মৃত্যুর হার ২০১১-এর ৮ পয়েন্ট থেকে কমিয়ে ২০১৭-তে চার শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ২০১৭ সালের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ এখনকার ৭৬% থেকে বাড়িয়ে ৭৯%-এ নিয়ে যাবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

দক্ষিণ জেলার এর প্রকল্প আধিকারিক শ্রী পূর্ণেন্দু দত্ত বলেন, এই কর্মসূচিতে সচেতনতা ও নজরদারির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হলো, বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিদিন সোনোগ্রোফী সেন্টারগুলোর উপর নজরদারি রাখা হবে । এর মূল দায়িত্বে জেলা শাসকের কার্যালয় । নজর দেওয়া হবে প্রতিদিন কতজন আসন্ন প্রসবা মায়ের সোনোগ্রোফী করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মায়ের ব্যক্তিগত মানবাধিকার লঙ্ঘন যাতে না হয় তাতেও নজরদারি থাকবে।

শ্রী দত্ত জানান, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি মাসে লিঙ্গানুপাত দেখা হবে। জন্মের সাথে সাথে মাতৃ-দুগ্ধে শিশুর জীবন সুরক্ষায় ও এর উপযোগিতা বোঝানোর দায়িত্ব থেকে শুরু করে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের পুষ্টি সুরক্ষার দিকে অঙ্গনবাড়ী এবং পরবর্তী স্তর পর্যন্ত নজর রাখা হবে । জন্মের সময়েই বৈষম্য করার সুযোগ দূর করতে বর্তমান প্রচলিত পি এন ডি টি অ্যাক্ট-এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু কন্যার মূল্য কি তা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্ব, স্কুল শিক্ষায় বালিকাদের অন্তভুর্ক্তি সুনিশ্চিত করতে স্কুল পরিচালন কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে প্রত্যেক ধাপে তার অগ্রগমন নিরূপন করে জেলা ও ব্লককে পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । এর

ফলে, অঙ্গনওয়ারী থেকে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে একশ শতাংশ উপস্থিতি থেকে নাম নথিভুক্ত করা হবে। প্রাইমারী থেকে সিনিয়র বেসিক এবং পরবর্তীতে নবম ও একাদশ শ্রেনীতে সেই হার ধরে রাখার উপর নজরদারি ও পর্যালোচনা করা হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ থেকে বিভিন্ন ধাঁপে অগ্রগমন নিরূপন করে কন্যা সন্তানের উচ্চশিক্ষার দিকটি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বয়:সন্ধিকালে স্কুলছুট বালিকাদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত প্রকল্পগুলো চালু রাখতেও মনিটারিং থাকবে। সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের ক্যারাটে ও মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ দেবার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দক্ষিন ও গোমতি জেলার দুই জেলা শাসক, কালেকটর, পুলিশ সুপার, ডিআরডিএ দপ্তরের প্রকল্প অধিকর্তা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, পঞ্চায়েত আধিকারিক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, সমাজ কল্যাণ দফতরের প্রকল্প আধিকারিক, জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ সহ স্বাস্থ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে লিপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো, পঞ্চায়েত সদস্য, জেলা পরিষদের সদস্যদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। সচেতনতা ও নজরদারি সহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সামগ্রিক দিকগুলো এই কমিটি পর্যালোচনা করবে বলে জানা গিয়েছে ।

বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচিতে বলা হয়েছে, ভারতীয় বাল স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে স্কুলে স্কুলে গিয়ে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় কন্যাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে । সমস্ত দেশের মেয়েদের আত্ম বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বাড়াতে তাদের উৎসাহিত করতে জেলার সেরা মেয়েকে বেছে আইকন হিসেবে উপস্থাপিত করার মতো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। 'একটি কন্যা বোঝা নয়' এই স্লোগানকে প্রচারে এনে কন্যার জন্ম নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব সার্বজনীন চেহারা পাবে বলে ধারণা করা যায় । তেমনি, সামাজিক গোষ্ঠিগত ও পঞ্চায়েত স্তর থেকে নজরদারির ব্যবস্থা সহ নতুন উদ্ভাবনী দিকগুলো 'বেঁটি বাঁচাও বেটি পড়াও' অভিযানকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রুপান্তরিত করতে পারবে বলে বিশ্বাস করা যায় । তবে এর প্রায়োগিক সাফল্যের উপর নির্ভর করছে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আত্মনির্ভরতা এবং সুস্থ্য ও সুরক্ষিত জীবনযাপনের গ্যারান্টি । এর উপরই নির্ভর করছে উন্নততর রাস্তার দিকে অভিযাত্রার দিশামুখও ।